দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রশ্ন ব্যাংক সিস্টেম নয়, বরং অবজেকটিভ নিয়মই বাতিল করা হোক

দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে এসএসসি স্তর ও তার নিম্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত নতুন ঘোষণার প্রতিবাদে মুখর হয়ে নতুন ঘোষণা বাতিল করার জন্য সংগ্রাম করছে। ছাত্রছাত্রীরা হরতাল, অর্ধ দিবস হরতালসহ গাড়ি যানবাহন ভাংচুর করছে। প্রশ্ন ব্যাংক সিস্টেম প্রবর্তন করে সরকার যে জটিল এক নতুন সিস্টেম চালু করেছে তাতে এসএসসি '৯৬-এর ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে আমি/আমরা তীব্র বিরক্ত বোধ করছি। সরকার এই এক নতুন জটিল পদ্ধতি চালু করার আগে একবারও হয়তো ছাত্র/ছাত্রীদের সুবিধার কথা চিন্তা করেনি। তা নাইলে পরীক্ষার সময় যেখানে পাঁচশ' অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ REVISE দেয়ার সময় স্বল্পতার কারণে হিমশিম খেতে হয় সেখানে পঁচিশ শ' ! ভাবার বিষয়।

এটা মানতে পারি, পাঁচশ অবজেকটিভ পড়ে শিক্ষার্থীরা স্টারের ন্যায় উচ্চ স্তর লাভ করছে। তবে এটা মানা যায় না যে, পঁচিশ শ' থাকলে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হবে। পঁচিশ শ' এবং পাঁচশ' একই কথা। কিন্তু এর মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে সময় ও অন্যান্য বিষয়কে নিয়ে। পরীক্ষার সময় অবজেকটিভ এবং সাবজেকটিভ কমপক্ষে দুবার REVISE দেয়া দরকার। সেখানে সময় স্বল্পতার কারণে পাঁচশতেই হিমশিম খেতে হয়। আর এতো কম সময়ে সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ (পঁচিশশ') অন্ততপক্ষে একবার REVISE দেয়া কি সম্ভব?

স্বভাবত বা ন্যাচারালি অবজেকটিভ নিয়মে কতগুলো একই রকম শব্দ আছে- যেগুলো ক, খ, গ, ঘ উভয় অক্ষরে থাকে। শুধুমাত্র প্রশ্নের খাতিরে সামান্যতেই ভুল হয়ে যায়। এগুলো ভুল হবেই। আর কর্তৃপক্ষ যদি এটাকেই মজা ভাবে তবে এখানেও মেধার সঠিক মূল্যায়ন হলনা। সত্যিকার অর্থে অবজেকটিভ নিয়মে শেখার কিছু নেই। VOICE, NARRATION-এর মত জটিল জিনিসগুলো অবজেকটিভ নিয়মে শুধুমাত্র পড়েই পরীক্ষার খাতা কভারে অক্ষর অনুযায়ী ভরাট করতে হয়। সত্যি করেই কি এখানে এই জটিল জিনিসগুলো শেখা গেল? না গেল না। এগুলো যদি প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন হিসেবে থাকত এবং শিক্ষার্থীরা যদি উত্তরপত্রে তার উত্তর লিখত তাহলে অবশ্যই তারা এসব জটিল জিনসগুলো শিখত।

আরো বলা যায়, যদি অবজেকটিভ না থাকত শুধু সাবজেকটিভ থাকত এবং সাবজেক্টকে নিয়েই প্রশ্ন হত তবে শিক্ষার্থীরা সর্ট রুড সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। একটা বইয়ের ওপরেই তাদের সব প্রভাব পড়ত। ফলে কোন বানানো প্রশ্নের উত্তর তারা যথার্থই দিতে পারত। এতে তারা আরো জানত, আরো শিখত। এখানেই মেধার বিকাশ ঘটত। সঠিক মেধার মূল্যায়ন হত। কাজেই অব-জেকটিভ নিয়মের বিবিধ সমস্যা এড়িয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের আন্দোলন-সংগ্রাম নস্যাৎ করে পূর্বের পদ্ধতি চালু করা হোক। যে সিস্টেম ১৯৯১ পর্যন্ত বহাল ছিল।

মোসাঃ নাজমা আহমেদ মুন্নী
প্রযত্নে ঃ আফাজ উদ্দিন আহমেদ
চকসাকোয়া, পাকেরহাট
খানসামা, দিনাজপুর।